২ এপ্রিল ২০০৭

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
অধিকার

১ জানুয়ারী থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ড় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে নিহত ৭৯জন। বিএসএফ'র গুলিতে নিহত ৩৭ জন বাংলাদেশী

২০০৭ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মার্চ অর্থাৎ গত ৩ মাসে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে নিহত হয়েছে ৭৯ ব্যক্তি। উলেণ্ঢখিত ৭৯ জনের মধ্যে র‌্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ান (র‌্যাব)-এর হাতে ৪৬ জন, পুলিশের হাতে ১৮ জন, সেনাবাহিনীর হাতে ৭ জন, যৌথবাহিনীর হাতে ৫ জন, নৌ-বাহিনীর হাতে ২ জন এবং ১ জন মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের হাতে নিহত হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। উলেণ্ঢখ্য, ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মার্চ , ২০০৭ সময়কালে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে নিহত ৭৯ ব্যক্তির মধ্যে ৫০ জন ব্যক্তিই 'ক্রসফায়ারে' মারা গেছে বলে অভিযোগ রয়েছে । এদের মধ্যে ৪৪ জন র‌্যাবের ক্রসফায়ারে, ৫ জন পুলিশের ক্রসফায়ারে এবং ১ জন যৌথবাহিনীর ক্রসফায়ারে নিহত হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে ।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে নিহত ৭৯ ব্যক্তির মধ্যে ক্রসফায়ার ছাড়া বাকি ২৯ জন বিভিন্নভাবে নিহত হয়েছে। এদের মধ্যে সেনাবাহিনী কর্তৃক নির্যাতনে ৪ জন, পুলিশ কর্তৃক নির্যাতনে ৮ জন, যৌথবাহিনী কর্তৃক নির্যাতনে ২ জন, নৌবাহিনী কর্তৃক নির্যাতনে ২ জন এবং ১ জন মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের হাতে নিহত হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া ৬ জন ব্যক্তি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক নির্যাতনের পর হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এদের মধ্যে ২ জন র‌্যাব কর্তৃক, ২ জন পুলিশ কর্তৃক, ১ জন সেনাবাহিনীর কর্তৃক এবং ১ যৌথবাহিনী কর্তৃক নির্যাতিত হয়ে পরবর্তীতে হাসপাতালে মারা গেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া ৩ ব্যক্তি পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ১ ব্যক্তি যৌথবাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার হওয়ার পর পরবর্তীতে থানায় মৃত্যুবরণ করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া ১ জন সেনাবাহিনী বহনকৃত ভ্যান থেকে পালানোর সময় এবং ১ জন যৌথবাহিনীর হেফাজতে থাকা অবস্থায় ছয়তলা দালান থেকে লাফ দিয়ে পড়ে নিহত হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

অধিকারের রিপোর্টে আরো বলা হয়, আইন প্রয়োকারী সংস্থার হাতে নিহত ৭৯ জন ব্যক্তির মধ্যে ৭ জন বিএনপি, ৪ জন আওয়ামী লীগ, ৭ জন বিপণ্ঢবী কমিউনিস্ট পার্টি, ১ জন নিউ বিপণ্ঢবী কমিউনিস্ট পার্টি, ৩ জন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি, ৪ জন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (জন যুদ্ধ), ৪ জন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (লাল পতাকা), ৪ জন সর্বহারা পার্টি, ৩ জন শ্রমজীবী মুক্তি আন্দোলন, ২ জন গণ মুক্তিফৌজ, ৩ জন গাংচিল বাহিনী, ১ জন হাজী বাহিনী, ১ জন মাসিম বাহিনী, ১ জন মুক্তিযোদ্ধা, ২ জন কৃষক, ১ জন পুলিশ সোর্স, ১ জন আদিবাসী নেতা, ২ জন কথিত ছিনতাইকারী, ১৭ জন কথিত অপরাধী, ১ জন কথিত জুয়াড়ি, ১ জন কথিত মাদক ব্যবসায়ী, ১ জন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের হাজতি, ১ জন ফরিদপুর জেলা কারাগারের কয়েদি, ১ জন অভিযুক্ত অস্ত্র ব্যবসায়ী, ২ জন বাস চালক, ৩ জন কথিত ডাকাত এবং পেশা জানা যায়নি এমন ১ ব্যক্তি রয়েছে।

অধিকারের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মার্চ ২০০৭ অর্থাৎ গত ৩ মাসে জেল হাজতে মৃত্যুবরণ করেছে ২৭ জন। এছাড়া, র‌্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ান (র‌্যাব) এর ২ জন সদস্য নির্মমভাবে হত্যার শিকার হয়েছে।

১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মার্চ সময়কালে সারাদেশে মোট ১,২৬,৯৬৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়। উলেণ্ঢখ্য, বাংলাদেশে মোট ১১টি কেন্দ্রীয় কারাগার এবং ৫৫টি জেলা কারাগার রয়েছে। উক্ত কারাগারসমূহে অনুমোদিত কয়েদি ধারণ ক্ষমতা ২৭,২২৭ জন। তাছাড়া ৩ মাসে সারাদেশে রাজনীতি সংশিণ্ঢষ্ট ঘটনায় ৩৩ জন নিহত এবং ১৩৫৭ জন আহত হয়েছে।

অধিকারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মার্চ ২০০৭ এ সারাদেশে ৬ জন সাংবাদিক আহত, ৮ জন গ্রেফতার, ৯ জন লাঞ্ছিত, ৩২ জনকে হুমকি, ১০ জন সাংবাদিকের বির"দ্ধে মামলা এবং ১ জন সাংবাদিকের বাড়িতে হামলা করা হয়েছে।

১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মার্চ ২০০৭ পর্যন্ড় মোট ১৪৪ জন নারী যৌতুক, ধর্ষণ এবং এসিড নিক্ষেপ জনিত কারণে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছে।

তাদের মধ্যে যৌতুকের শিকার হয়েছে ৬২ জন নারী যাদের মধ্যে ৪৩ জনকে হত্যা করা হয়েছে, ১৫ জন বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছে এবং যৌতুকের কারণে অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে ৪ জন নারী।

গত ৩ মাসে সারাদেশে ৫৯ জন নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছে । এর মধ্যে ২৯ নারী গণ ধর্ষণের শিকার এবং ১২ জন নারী কে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে বলে 'অধিকার'-এর প্রতিবেদনে উলেণ্ঢখ করা হয়।

এছাড়া সারাদেশে মোট ২২০ জন শিশু মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ৮০ জন নিহত, ৩৩ জন আহত, ৯ জন অপহৃত, ৯ জন আত্মহত্যা, গ্রেপ্তার ২ জন, ২৬ জন নিখোঁজ, ৫৩ জন মেয়ে শিশু ধর্ষিত যাদের মধ্যে ১১ শিশু গণ ধর্ষণের শিকার ও ৩ জন শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে।

এ সময় সারাদেশে ৩৯ জন এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়েছে যাদের মধ্যে ৮ জন শিশু, ২৩ জন নারী ও ৮ জন পুর"ষ।

চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ড় বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ড়বর্তী এলাকায় ভারতীয় সীমান্ড়রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) ৩৭ জনকে গুলি করে হত্যা করেছে। এছাড়া, একই সময়ে বিএসএফ কর্তৃক ৩১ জন বাংলাদেশী নাগরিক আহত, ৪ জন গ্রেফতার, ৪ জন নিখোঁজ, ২৭ জন অপহরণ এবং এই সময়কালে বিএসএফ কর্তৃক ২ টি লুটতরাজের ঘটনা ঘটেছে।

গত ৩ মাসে সারা দেশে সর্বমোট ৮৩৩ জন ব্যক্তি নিহত হয়েছে।

১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের অধীনে গ্রেফতারের গঠনায় অধিকার উদ্বিগ্ন। কারো বির"দ্ধে কোন চার্জ গঠন ছাড়াই আটকাদেশে দেয়া মানবাধিকারের লঙ্ঘন। বিকল্প বাসস্থান ও জীবিকার ব্যবস্থা না করে বস্ড়ি উচ্ছেদের মত ঘটনাবলীতেও অধিকার গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে।

এখানে এটা উলেণ্ঢখ করা সংগত যে, বাংলাদেশ ৬ সেপ্টেম্বর ২০০০ তারিখে নাগরিক এবং রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ড় আন্ড়র্জাতিক সনদ এবং ৫ অক্টোবর ১৯৯৮ তারিখে অর্থনৈতিক সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সংক্রান্ড় আন্ড়র্জাতিক সনদে প্রবেশ করেছে।

উলেণ্ঢখ্য, 'অধিকার' ১১টি বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য পর্যালোচনা করে এবং নিজস্ব তথ্যানুসন্ধানের ভিত্তিতে এ রিপোর্টটি প্রস্তুত করেছে।

বার্তা প্রেরক

এএসএম নাসিরউদ্দিন এলান
ভারপ্রাপ্ত পরিচালক
অধিকার